সংবাদ

তারিখ 15 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

কেশবপুরে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ইউএনও মেয়রের নামে মামলা

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

কেশবপুরে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা মেয়র ও থানা শিক্ষা কমিটির ৮ সদস্যসহ ২০ জনের নামে আদালতে মামলা হয়েছে। মঙ্গলকোট পল্লী মঙ্গল রেঞ্জিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবক সদস্য ছিদ্দিকুর রহমান যশোরের সহকারী জজ আদালতে এ মামলা করেন।

মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন, কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা মেয়র আবদুস সামাদ বিশ্বাস, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নুর ইসলাম, থানা শিক্ষা কমিটির সদস্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হেদায়েতুল ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী মহসীন হোসেন, মঙ্গলকোট ইউপি চেয়ারম্যান বাচ্চু, কেশবপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মতিন, ভাণ্ডারখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূরুল ইসলাম, আবদুল মতলেব মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক আবদুর রাজ্জাক, বিতর্কিত সদ্য নিয়োগ পাওয়া জাকিয়া খাতুন প্রমুখ। এ মামলায় জাকিয়া খাতুনকে ১নং এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ২০নং আসামি করা হয়েছে।

বাদি তার অভিযোগে উল্লেখ করেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মতিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজশে বিধিবহির্ভূতভাবে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠন করে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে গোপনে সরফাবাদ গ্রামের ইসমাইল হোসেনের মেয়ে জাকিয়া খাতুনকে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা পদে নিয়োগ দেন। আবেদন করার বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও জাকিয়া খাতুনের বোন শিরিনা খাতুনকে নিয়ে সাজানো নিয়োগ বোর্ড বসানো হয়। এ ক্ষেত্রে শিরিনা খাতুন মির্জাপুর গ্রামের আক্তারুজ্জামানের স্ত্রী হাচিনা বেগমের মূল সনদপত্র দাখিল করে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নিয়োগ বোর্ডে অংশ নেয়। ঘটনাটি জানাজানি হলে স্কুলের অভিভাবক মহল শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার মেলেনি।

পরে অবৈধ নিয়োগ বাতিলের দাবিতে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিদ্দিকুর রহমান কেশবপুর সহকারী জজ আদালতে মামলা করেন।